ঝিঙ্গা (Ridge Gourd)

জলবায়ু ও মাটিঃ
দীর্ঘ সময়ব্যাপী উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রচুর সূর্যালোক থাকে এমন এলাকা ঝিঙ্গা চাষের জন্য উত্তম। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি ঝিঙ্গার সফল চাষের জন্য উত্তম।

জমি নির্বাচন ও তৈরিঃ
ঝিঙ্গা চাষে সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। একই গাছের শিকড় বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরূপে তৈরি করতে হয়। এ জন্য জমিকে প্রথমে ভাল ভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন বড় ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।

বেড তৈরিঃ
বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি, প্রস্থ ১.২ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে এবং ফসল পরিচর্যার সুবিধার্থে প্রতি দুবেড পর পর ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে।

মাদা তৈরি ও চারা রোপণঃ
মাদার ব্যাস ৫০ সেমি, গভীরতা ৫০ সেমি এবং তলদেশ ৫০ সেমি হবে। ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন উভয় বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা লাগাতে হবে।

চারাগুলো রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হবে। মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর বেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ (প্রতি শতকে ১২টি মাদা হিসাবে)

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট পরিমাণ (শতাংশে)	জমি তৈরির সময় (শতাংশে)	মাদা তৈরি				
				রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	রোপণের ১০-১৫ দিন পর	রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	-	-	-	-

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট পরিমাণ (শতাংশে)	জমি তৈরির সময় (শতাংশে)	মাদা তৈরি				
				রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	রোপণের ১০-১৫ দিন পর	রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০ গ্রাম	১৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-	৫ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

বীজ বপনের সময়ঃ
ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজ হারঃ
হেক্টর প্রতি ৩-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যাঃ

- **সেচ দেওয়াঃ** ঝিঙ্গা গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় বলে তখন সবসময় পানি সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন অনেক সময় কোন বৃষ্টিই থাকে না। উক্ত সময়ে ৫-৬ দিন অন্তর নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়।
- **মাচা তৈরিঃ** ঝিঙ্গার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। ঝিঙ্গা মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন

কম হওয়ায় ফলন হ্রাস পায়। ঝিঙ্গা গাছ থেকে ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে বাউনির জন্য মাচা তৈরি করে দিতে হবে। মাচা মাটি থেকে ১:৫ মিটার উঁচু হবে।

- **মালচিংঃ** সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- **আগাছা দমনঃ** চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না।

বিশেষ পরিচর্যাঃ

শোষক শাখা হল গাছের গোড়া থেকে বের হওয়া শাখা বা লতা। এসব শাখা গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের ব্যাঘাত ঘটায়। তাই সময়মত গাছের গোড়ায় শোষক শাখা অপসারণ করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়নঃ

- ঝিঙ্গার পরাগায়ন প্রধানত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টর প্রতি তিনটি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা প্রয়োজন।
- এছাড়াও কৃত্রিম পরাগায়ন করে ঝিঙ্গার ফলন শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

ফসল তোলাঃ (ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৩ মাসব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরূপে যাচাই করা হয়-

- ঝিঙ্গার ফল পরাগায়নের ৮-১০ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
- ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে।

ফলনঃ

হেক্টরপ্রতি ফলনঃ ১০-১৫ টন।